প্রথম আলো

তারিখ 21 FEB 2005
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজন

বিদেশীরা গেয়ে শোনালেন মনোমুগ্ধকর বাংলা গান

নিজস্ব প্রতিবেদক

কোরিয়ান সুং সং কির গলায়, বড় আশা করে এসেছি গো তাছে ডেকে লও রবীন্দ্রসঙ্গীতটি শুনে মিলনায়তনভর্তি দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। জাপানের হিরোকি ওটানাবি শোনালেন, 'জাত গেল জাত গেল বলে এ কি আজব কারখানা' নেপালের প্রান্তওয়ালা বিসটা গাইলেন, 'আকাশ কেঁদে ভাকে, মন ছুটি চায়।' আর ইন্দোনেশিয়ার নুরসিয়াহ সানতুরের গলায় 'মায়া লাগাইছে, পিড়িতি শিখাইছে, দেওয়ানা বানাইছে, কি জাদু করিলা বন্ধে মায়া লাগাইছে...' গানের পর হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে সমগ্র মিলনায়তন। এই ছিল বিদেশীদের কণ্ঠে বাংলা গানের প্রতিযোগিতার কয়েকটি দৃশ্যপট।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার জাপানিজ ইউনিভার্সিটিজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-ইন বাংলাদেশ (জুয়াব) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। শুধু গান নয় প্রতিযোগিতার অন্যতম অংশ ছিল বাংলায় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। এতে গানে ৯ জন এবং বক্তৃতায় ১১ জন বিভিন্ন দেশের নাগরিক অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত এক উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত মাৎসুশির হরিওচি। জুয়াবের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মাহফুজুর রহমান খান এবং উৎসব আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ড. সরদার এ নাঈম।

বক্তারা বলেন, যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন এই জাতি ও সমগ্র বিশ্ব তাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে। তারা বলেন, বর্তমানে তাই শুধু বাংলা নয়, পৃথিবীর প্রতিটি জাতি রাষ্ট্রের ভাষা নিজ নিজ অবস্থান থেকে মর্যাদা লাভ করছে।

বিদেশীর কণ্ঠে বাংলা গান, যেমন উপস্থিত সুধীসমাজের প্রশংসা কুড়িয়েছে, তেমনি বক্তৃতা পর্বেও তারা চমৎকার দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। শেষে বিজয়ীদের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাপিডিয়ার মূল কপি ও সিডি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। পরে মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।